নিসচা

নিরাপদ সড়ক চাই

We Demand Safe Road

পটভূমি

১৯৯৩ সালের ২২ অক্টোবর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চনের মৃত্যুতে শোককে শক্তিতে পরিণত করে **নিরাপদ সড়ক চাই** শিরোনামে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন।

উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের সড়ককে দুর্ঘটনামুক্ত করে নিরাপদ হিসেবে গড়ে তোলা

সামাজিক এ আন্দোলনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে এবং সড়ককে নিরাপদ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে নিসচা। এই কাজে সরকার, সুশীল সমাজ, বিদেশী দাতা সংস্থা, এনজিও, ব্যবসায়ী মহল, বিভিন্ন পেশাজীবী মহল, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে নিসচা।

নিরাপদ সড়ক চাই

দেশ এবং দেশের বাইরে এর শাখা রয়েছে। দেশে ১১২টি এবং বিদেশে ৫টি (যুক্তরাষ্ট্রে ২টি এবং যুক্তরাজ্যে ২টি এবং ফ্রান্সে ১টি) শাখা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট।
আজীবন সদস্য: ৫০ জন
কেন্দ্রীয় সাধারণ সদস্য: ১০০০ জন
শাখা কমিটি সদস্য গড়ে ৭০ জন
সর্বমোট সদস্য: ১০১৩০ জন বাংলাদেশে এবং ৩০০ জন বিদেশে
দুর্ঘটনাঃ প্রতি ১০,০০০ জনে নিহত হয় ১৩.৩ জন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে ২৪,০০০ (৯৫% CL ১৭,৩৪৯-২৫,২০৩)
বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১.৬%।

নিরাপদ সড়ক চাই
We Demand Safe Road

পটভূমি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে ২৪,০০০ (৯৫% CL ১৭,৩৪৯-২৫,২০৩) বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১.৬%)।

নিরাপদ সড়ক চাই
We Demand Safe Road

কারণসমূহ

- ❖ বেপরোয়া চালনা।
- ❖ অতিরিক্ত গতি।
- ❖ অতিরিক্ত যাত্রী ও পণ্য বোঝাই।
- ❖ অবৈধ প্রতিযোগিতা।
- ❖ হেলমেট ও সিটবেল্ট না বাঁধার প্রবণতা।
- ❖ মাদকদ্রব্য সেবন করে গাড়ি চালনা।
- ❖ চালকের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব।
- ❖ যানবাহনসমূহের যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা।
- ❖ হেল্পারের সহায়তায় গাড়ি চালনা।
- ❖ যান্ত্রিক ত্রুটি।

- ❖ সড়ক ব্যবহারবিধি না জানা ও সচেতনতার অভাব।
- ❖ ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় চলাচল।
- ❖ রাস্তা নির্মাণে ত্রুটি।

- ❖ অপর্যাপ্ত রাস্তা ও নিরাপত্তার অভাব।
- ❖ যথাযথভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ না করা।

নিরাপদ সড়ক চাই
We Demand Safe Road

সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী

পথচারী ও যাত্রী ৯০%

পরিবেশগত কারণ ৩০%

যান্ত্রিক ১০%

সূত্রঃ এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এআরআই)

নিরাপদ সড়ক চাই
We Demand Safe Road

এসডিজি টার্গেট

SDG target 3.6: by 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents.

SDG target 11.2: by 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, people with disabilities and older people.

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ পথচারী ও যাত্রীদের সড়ক ব্যবহার ঠিকভাবে না করা। নিরাপদ সড়ক চাই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এই বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টিতে এবং পথচারীদের সড়কের ব্যবহার সঠিকভাবে করার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে - এসডিজি টার্গেট অনুযায়ী।
নিসচা এসডিজি ৩.৬ টার্গেট বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এসডিজি টার্গেট অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম

নিরাপদ সড়ক চাই সড়কে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে - এসডিজি টার্গেট সামনে রেখে।

✓ ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন এবং সড়ক পরিবহনে আধুনিকরণে সরকারের সাথে একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

✓ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু।

✓ বিদ্যমান চালকদের দক্ষ ও মানবিক করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু।

✓ সচেতনতামূলক র‍্যালি ও সমাবেশ কার্যক্রম চলমান।

✓ প্রতি বছর দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান উপস্থাপন এবং কারণ ও প্রতিকার তুলে ধরা।

✓ বিভিন্ন গণমাধ্যম তথা পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সংবাদ সংস্থা ও অনলাইন পোর্টালে সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ক টক শোতে অংশগ্রহণ।

✓ সড়ককে নিরাপদ করার কার্যক্রম।

নিরাপদ সড়ক চাই
We Demand Safe Road

কার্যক্রম

Road Transport and Highways Division
Ministry of Road Transport and Bridges
Government of the People's Republic of Bangladesh

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় সড়ক দিবস পালন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদের সভায় ২২ অক্টোবরকে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত।

এই উদ্যোগটি নিয়েছিলো নিরাপদ সড়ক চাই। সামাজিক এই আন্দোলনটি ১৯৯৩ সালের ২২ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর থেকে দিনটিকে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' হিসেবে পালন করে আসছিলো।

কার্যক্রম

শিক্ষিত চালক ও হেল্পার তৈরির উদ্যোগ

- নিরাপদ সড়ক চাই দেশে শিক্ষিত চালক ও হেল্পার তৈরিতে (এসএসসি পাশ শিক্ষিত দরিদ্র বেকার শ্রেণীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য) 'নিসচা ড্রাইভিং ও মেকানিক্যাল ট্রেনিং ইন্সিটিউট' প্রতিষ্ঠা করে। যার লাইসেন্স নং-৪৪/২০১১।
- প্রফেশনাল চালক তৈরি করে তাঁদের বিআরটিএ থেকে লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা করে কর্মক্ষম হিসেবে গড়ে তোলা।
- এ পর্যন্ত ৮০০ (আটশত) প্রফেশনাল শিক্ষিত চালক তৈরি করেছে। যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে গাড়ি চালনা করছে।

কার্যক্রম

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশের ৬০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে ৩০,০০০ শিক্ষার্থীদেরকে সড়ক ব্যবহারবিধি ও সচেতন হিসেবে গড়ে তুলছে।
এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও উপস্থিতি থাকে। যা এখনও চলমান রয়েছে।

কার্যক্রম

গাড়ি চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

২০১০ সাল থেকে বিদ্যমান চালকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতন হিসেবে গড়ে তুলতে ১/২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে নিসচা। এই প্রশিক্ষণের আওতায় ইতিমধ্যে প্রায় ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) চালককে আনা হয়েছে।
গাড়ি চালকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের ৪৫ জেলায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে এলজিইডি, কেএফডব্লিউ এবং আমেরিকান সেন্টার, ঢাকা।

কার্যক্রম

শিক্ষকদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পিটিআই এর মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এই কার্যক্রম ২০১৭ সাল থেকে চলমান রয়েছে। এর আওতায় এ পর্যন্ত ৮,০০০ (আট হাজার) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকরা তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

কার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম

সারাদেশে মোটরসাইকেল চালকদের মাঝে বিনামূল্যে হেলমেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান।
ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক চিহ্নিত করে মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিজ উদ্যোগে মেরামত করা।
সড়কের বিভিন্ন স্থানে সতর্কতা ও পালনীয় বিষয়ক সড়ক মার্কিং ও সাইন স্থাপন।
বিভিন্ন উৎসব ও ব্যস্ত সময়ে যানজট নিরসনে স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করা।
পথচারীদের সড়ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

ধন্যবাদ

নিরাপদ সড়ক চাই

(নিসচা)

৭০, পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল। ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০-২-৪৮৩১৬৩৫২, **ই-মেইল:** info@wedemandsaferoad.org

ওয়েব: www.nirapadsarkchai.org, www.wedamandsaferoad.org